দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

054

তারিখ 24 DEC 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফরম পূরণে মাত্রাতিরিক্ত ফি আদায় করা হচ্ছে

।। ইনকিলাব রিপোর্ট।।

দেশের অধিকাংশ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের নিকট থেকে সরকার নির্ধারিত পরীক্ষার ফি-এর বাইরে মাত্রাতিরিক্ত টাকা আদায় করছে। এতে নিরীহ অভিভাবকরা বিপাকে পড়েছেন। দেশের চারটি মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আগামী ১৯৮৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

বোর্ডসমূহ এ বছর পরীক্ষার ফরম পূরণের জন্যে বিষয়ের বিভিন্নতা অনুসারে ২শ' ২৫ টাকা থেকে ২শ' ৬৪ টাকা ধার্য করেছে।

অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পরীক্ষার ফরম পূরণ বাবদ এক থেকে

শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

মাত্রাতিরিক্ত ফি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেড় হাজার টাকা দিতে হয়েছে। ফরম পূরণের সময় ছাত্র-ছাত্রীদের সরকার নির্ধারিত পরীক্ষার ফি-এর সাথে নিয়ম বহির্ভূত পরবর্তী ৬ মাসের জন্যে স্কুলের যাবতীয় প্রাপ্যসহ কোচিং ফি-এর টাকাও পরিশোধ করতে হয়েছে। যার পরিমাণ ৪শ' টাকা থেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত উঠানামা করে। কিন্তু এ টাকা নেয়ার পেছনে সরকারের কোন অনুমোদন নেই। অথচ দেশের অধিকাংশ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ইচ্ছা মাফিক ৬ মাসের বেতন, বাৎসরিক ফি এবং কোচিং ফি-এর নামে উক্ত টাকা আদায় করছে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশ অভিভাবকই নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। তাদের মাসিক আয় ১২শ' টাকা থেকে ২ হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাদেরকে প্রায়শই ধার দেনা করে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করাতে হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এসএসসি অথবা এইচ এসসি পরীক্ষার নামে তাদের নিকট থেকে যখন পরীক্ষার ফি বাবদ ১ থেকে দেড় হাজার টাকা দাবী করা হয় তখন দেয়ালে মাথা ঠোকানো ছাড়া তাদের অন্য কোন গতি থাকে না বলে অনেক অভিভাবক দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন। তারা বলেছেন, অবস্থা এমন যে, টাকা দিতে না পারলে তাদের সন্তান পরীক্ষা দিতে পারবে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারী অনুমোদন ছাড়া বেতন বৃদ্ধি নিষিদ্ধ করেছে। পরীক্ষার ফরম পূরণে ১ মাসের কোচিং ফি-এর নামে ৪শ' থেকে ১ হাজার টাকা এবং ফরম পূরণের পর পরবর্তী ৬ মাসের জন্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় পাওনা আদায়ের এই নিয়মের ক্ষেত্রে সরকারী বিধিনিষেধ আরোপের জন্যে অভিভাবক মহল দাবী উত্থাপন করেছেন।